# এক অসামান্যা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

– শ্রীমতী রত্না দাশ (নুটুদি)

সত্যজিত রায়, তাঁর পিতা সুকুমার রায় ও তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এঁদের সাহিত্য প্রতিভা এবং নানান বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ সর্বজনবিদিত, কিন্তু এঁদের সার্থকতার পিছনে এক অসাধারণ, অসামান্যা নারীর নিঃস্বার্থ অবদানের কথা কজনই বা জানেন। তিনি সত্যজিতের মাতা সুকুমার রায় এর পত্নী সুপ্রভা রায়।

আমার জন্মের সাত-আট বছর আগে আমার পিতা প্রশান্ত কুমার দাশ সুকুমার রায় এর অকালমৃত্যুর পর তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় মেজদিদি সুপ্রভা ও তাঁর শিশুপুত্র সত্যজিতকে পরমাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। প্রথম বকুলবাগান, তারপর বেলতলা, অবশেষে বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ি তৈরির পর আমরা সকলে বছরের পর বছর একসঙ্গে কাটাই। বাবা তাঁর মেজদিদিকে শ্রদ্ধা করতেন ও সম্মান দিতেন যে আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিয়ে ছিলেন। তিনতলা বাড়ির সর্বোচ্চতলায় সব চেয়ে বড় ঘরে মেজপিসি ও বড়দা (সত্যজিত) থাকতেন। ধবধবে সাদা থান পরা তাঁর ঋজু চেহারা ও দৃঢ় চরিত্রের সংস্পর্শে এসে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যেত।

ভোর পাঁচটায় তাঁর দিন শুরু হত। প্রতিটি তলার প্রতিটি সদস্যের প্রতি তাঁর সযত্ন নজর ছিল। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়মতন সঠিক কাজ সম্পন্ন করার প্রতি তাঁর সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন কঠোর শাসন বলে মনে হলেও পরে বুঝেছি চরিত্র গঠনে তা কতটা সাহায্য করেছে।

সংসারের নানাবিধ দায়িত্ব সামলে পুত্র সত্যজিতের পড়াশোনার তদারকিতে তাঁর কখনও কোনো গাফিলতি হয়নি। শুধু সংসারের কাজে তিনি নিজেকে নিবদ্ধ রাখেননি। তিনি নিয়মিত চামড়ার কাজ ও মূর্তি গড়ার কাজ শিখেছেন। তাঁর পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি এখনও সুরক্ষিত আছে। সূচীশিল্পে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তার কিছু নমুনা এখনও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। তখনকার দিনেও তিনি ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী অবলা বসুর 'বাণী ভবন' এ নিয়মিত গিয়ে দুঃস্থা নারীদের লেখাপড়া ও নানা রকম হাতের কাজ শেখাতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধন ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ বোন কণক দাশ (বিশ্বাস) রবীন্দ্রস্নেহধন্যা ছিলেন এবং রবীন্দ্রসংগীত জগতে সর্বজনবিদিত এক নক্ষত্র ছিলেন। কিন্তু মেজপিসি সুপ্রভার বাঁশির মত সুরেলা কণ্ঠের গান যে শুনেছে সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। প্রচার বিমুখ ও অন্তর্মুখী হওয়ার দরুণ একমাত্র ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁকে গাইতে শোনা যেত।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মেজপিসির দৌলতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা জন্মদিনে আমাদের দু-তিন দিনের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে শ্রী অমর্ত্য সেনের মাতামহ শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় অতিথি হয়ে আসতেন। তাঁর মুখে গীতার ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মধর্ম ও বাউল গান সম্বন্ধে বিরল তথ্য সহজ ভাষায় শোনার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

পুত্র সত্যজিতের প্রতিটি শিল্পকর্মে তাঁর মায়ের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে বড়দা (সত্যজিত) যে তথ্যচিত্র তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তার প্রস্তুতিপর্বে আমাদের সকলের সঙ্গে মেজপিসিও নাতি সন্দীপকে নিয়ে স্টুডিওতে উপস্থিত থাকতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হওয়ার কয়েক মাস আগে তিনি ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে যান।

আমার সৌভাগ্য যে এরকম অসাধারণ এক মহিলার সঙ্গে জীবনের অনেকগুলি বছর কাটাতে পেরেছি। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে তাঁর আদর্শে তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি তা জানি না।